সংবাদ

তারিখ : 24 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ৭ - কলাম - ৬

# নীলফামারী জেলার সরকারি-বেসরকার স্কুলগুলোতে চাকরি করছে শিক্ষক আর বেতন তুলছে সুদখোর ব্যবসায়ীরা

**নীলফামারী থেকে সাইফুল্লাহ মুন্না ঃ** জেলার সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে চাকরি করছে শিক্ষক আর বেতন তুলছে সুদখোর ব্যবসায়ীরা।

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের অভাব ও দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মাসের শুরুতেই এ সুদখোর মহাজনরা অর্ধেক টাকা দিয়ে লিখে নিচ্ছে শিক্ষকদের পুরো মাসের বেতনের ব্যাংক চেক।

গোটা জেলায় শুধু এ চেকের ব্যবসাই করে এমন মহাজনের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। এরা আবার চেকের ব্যবসা করে যথেষ্ট বিত্তশালী হওয়ায় সমাজের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার করেছে তাদের প্রভাব। ফলে তাদের প্রভাববলয়ে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে এ অবৈধ ব্যবসা। তাদের দাপটের সামনে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারে না। কাজেই নানা ধরনের অনিয়মও তাদের দাপটের সাথে করে অবলীলায় পাড় পেয়ে যাচ্ছে। আর তাদের প্রভাবের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে আশপাশের মানুষ। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণী জিম্মি হয়ে পড়েছে। অভাবী মানুষের ওপর এরা যেনতেনভাবে চালায় অত্যাচার-নিপীড়ন। চড়া সুদের ঋণ শোধ করতে না পারলে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। এই কথিত শক্তিধর সুদের ব্যবসায়ীদের কাছে যেন প্রশাসনও

নীলফামারী শহরের বেশ কয়েকজন নামকরা ও নেতৃস্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকই চালাচ্ছেন এ অবৈধ চেক নেয়া তথা সুদের ব্যবসা। এদের নামের আদ্যাক্ষর ধ, ক, খ ইত্যাদি।

সদর উপজেলার চাপড়া সরমজানি ইউনিয়নের বাবড়ীঝাড় এলাকার 'সাহাজাদ' নামে এক সুদের ব্যবসায়ী শাহাজাদার মতোই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে অভাবী-নিরীহ মানুষদের জিম্মি করে রেখেছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে তার সুদের ব্যবসা। অভাবী মানুষ তার কাছে চড়া সুদে টাকা নিয়ে দিতে হেরফের করলে তার ওপর নেমে আসে মধ্যযুগীয় নির্যাতন।

এ সুদের ব্যবসার সূত্র ধরেই ৬ সন্তানের জনক সাহাজাদ প্রতিবেশী এক দরিদ্র কলেজ ছাত্রীর জীবনের চরম সর্বনাশ করেছে বলে জানা গেছে। ওই ছাত্রীর পরিবারের অসহায়ত্ব ও দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সেই বাড়িতে যাতায়াতের এক পর্যায়ে নির্জন বাড়িতে ছাত্রীকে একা পেয়ে সুযোগ বুঝে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এতে ওই ছাত্রী এখন অন্তঃসত্ত্বা; কিন্তু লম্পট সাহাজাদ এখন তাকে বিয়ে না করে তার অর্থ, প্রভাব ও শক্তির জোরে কলেজ ছাত্রীর গর্ভ নষ্ট করার পাঁয়তারা করছে বলে জানা গেছে।

জেলায়, বর্তমানে ভয়ঙ্করভাবে জেঁকে বসা সুদের ব্যবসার প্রধান শিকার দরিদ্র-অসহায় শিক্ষকরা। কারণ প্রায় ৭৫ ভাগ শিক্ষকই বাস করে দরিদ্রসীমার নিচে। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। অভাব তাদের লেগে থাকে বারো মাস। মাসের শুরু হয় অভাব দিয়ে। মাসশেষে তা বেড়ে হয়ে দাঁড়ায় দানব হয়ে। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের এই চেকের ব্যবসায়ী মহাজনদের শরণাপন্ন হয়ে বেতনের অর্ধেক টাকা নিয়ে আগাম লিখে দিতে হয় পুরো মাসের বেতনের পুরো টাকা। কিন্তু বর্তমান এই দুর্মূল্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে এভাবেও তার দিন পার করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছে সুদের ব্যবসায়ী মহাজনরা। দরিদ্র লোকদের ওপর করছে নানা অত্যাচার। তবু মান-সম্মানের ভয়ে মুখ বুঁজে সব চেপে থাকছে তারা।

অভাবই এখন বড় কাল এই শিক্ষকদের। দরিদ্রতাই তাদের বড় অভিশাপ। কারণ, একজন শিক্ষক যে নগণ্য বেতন দেয় সরকার তার চেয়ে তাদের দৈনন্দিন ব্যয় অনেক বেশী। তাই শিক্ষকরা আজ পাঠশালায় গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন; কিন্তু তাদের শিখাচ্ছেন - তোমরা কেউ পাঠদানের পেশা নিও না। মানুষ গড়ার কারিগরদের আজ এমনই দুরবস্থা।